**বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম, শনিবার, ২৭ আশ্বিন ১৪২০, ১২ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ,

প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা,

সেনাবাহিনী প্রধান,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

চট্টগ্রামের সুধী সমাজ।

আসসালামু আলাইকুম।

আজ চট্টগ্রামবাসীর জন্য একটি আনন্দের দিন। চার-লেন বিশিষ্ট প্রায় দেড় কিলোমটির দীর্ঘ বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার আজ উদ্বোধন করা হল।

২০১০ সালের ২রা জানুয়ারি আমি চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটসহ গুরুত্বপূর্ণ ৫টি জংশনে ২৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫টি ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলাম। পবিত্র ঈদুল আজহার আগে বহদ্দারহাট ফ্লাইওভারের উদ্বোধন চট্টগ্রাম মহানগরবাসীর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার।

সুধিবৃন্দ,

এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করার ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। বন্দরনগরী চট্টগ্রামের উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যানজটমুক্ত ও আধুনিক চট্টগ্রাম গড়ে তোলার জন্য আমরা Strategic Transport Plan এর আওতায় ফ্লাইওভার ও শহরের চারদিকে রিং রোড নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিবেশ দূষণ রোধ, পরিকল্পিত নগরায়নসহ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।

বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার চট্টগ্রামের প্রবেশ তোরণ এবং পর্যটন শহর কক্সবাজারের গেটওয়ে হিসেবে কাজ করবে।

এ প্রকল্প যানজট কমিয়ে বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলা তথা দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

অন্যদিকে এশিয়ান হাইওয়ের একটি রুট চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার টেকনাফ হয়ে মায়ানমার ও চীনের দক্ষিণে কুনমিং শহরের সাথে যাতে সংযুক্ত হতে পারে, সেজন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছে। বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার এই হাইওয়ের সংযোগ স্থাপনেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বহদ্দারহাট ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ চলাকালে একটি দুর্ঘটনায় ১৪জন ব্যক্তি প্রাণ হারান। আমি তাঁদের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

এই দুর্ঘটনার পর পরই তাৎক্ষণিক উদ্ধারকার্য পরিচালনার জন্য আমি নির্দেশ দেই। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, আনসারসহ সকলে দ্রুততার সাথে উদ্ধারকাজ শেষ করে। আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দুর্ঘটনার পর ফ্লাইওভার নির্মাণ সংক্রান্ত প্রস্ত্ততি ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিরূপণ করতে প্রায় ছয় মাস লাগে। তার পরেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা পেশাদারী নৈপুণ্য ও দক্ষতা দিয়ে স্বল্প সময়ে বহদ্দারহাট ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করায় আমি তাঁদেরকে এবং এই নির্মাণকাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি চট্টগ্রামের নান্দনিক সৌন্দর্য্য ও পরিবেশ রক্ষায় সরকারের পাশাপাশি নগরবাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য আধুনিক চট্টগ্রাম মহানগরী গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ এবং পবিত্র ঈদ-উল-আযহার আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।